JAN. 1 0 2001

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ... কলাম ৪ ......

দৈনিক জনকণ্ঠ

দ্বিপাক্ষিক বৈঠক শেষে নেপালী পররাষ্ট্রমন্ত্রী

রেষারেষি কমিয়ে সার্ককে সক্রিয় করতে ভারত ও পাকিস্তানকে অনুরোধ জানাবে ফোরামের অন্য সদস্যরা

কূটনৈতিক রিপোর্টার ॥ ভারত ও পাকিস্তানকে তাদের মধ্যকার রেষারেষি কমিয়ে সার্ককে সক্রিয় করতে অনুরোধ জানাবে এই ফোরামের অন্য দেশগুলো।

মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'মেঘনা'য় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-নেপাল পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের আনুষ্ঠানিক বৈঠক শেষে নেপালের সফররত পররাষ্ট্রমন্ত্রী চক্র প্রসাদ বাস্তুলা সাংবাদিকদের এ কথা জানান।

বৈঠকে বাংলাদেশ-নেপাল দ্বিপক্ষীয় অনেক ইস্যুর পাশাপাশি এই দুই দেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশ নিয়ে গঠিত আঞ্চলিক সহযোগিতা সমিতি সার্ককে সক্রিয় করার উপায় নিয়েও আলোচনা হয় বলে জানা গেছে। বিবদমান দুই দেশ ভারত ও পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে অপর ৫টি দেশ নিয়ে সার্কের 'মিনি-সামিট' করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা জানতে চাওয়া হলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ এমন সম্ভাবনা নাকচ করে বলেন, তাহলে তো সার্ক বলে কিছু থাকে না।

উল্লেখ করা যেতে পারে সর্বশেষ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন হবার কথা ছিল নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডুতে ১৯৯৯ সালের নবেম্বরে, কিন্তু ইতোমধ্যে পাকিস্তানে সামরিক শাসক ক্ষমতায় আসায় তাদের সঙ্গে ভারত সম্মেলনে অংশ নিতে রাজি না হওয়ায় এ সম্মেলন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে গেছে।

আনুষ্ঠানিক বৈঠকে বাংলাদেশ দলের নেতা পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদকে সহায়তা করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী, পররাষ্ট্র সচিব সিএম শফি সামী, নেপালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সিরিল সিকদার ও অন্য উর্ধতন কর্মকর্তারা। অন্যদিকে নেপালী পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে সহায়তা করেন ঢাকাস্থ নেপালী রাষ্ট্রদূত মধুরমন আচার্য এবং অন্য উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাস্তুলা বলেন, ট্রানজিট, বাণিজ্য ও পর্যটনসহ সবধরনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও সহযোগিতাকে আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে সফল আলোচনা হয়েছে।

ট্রানজিট অর্থাৎ বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যবর্তী ৩২ কিলোমিটার ভারতীয় রাস্তার ওপর দিয়ে মংলা বন্দর ব্যবহারসহ এই দুই দেশের মধ্যে সড়কপথে সরাসরি পণ্য আদানপ্রদান ব্যবস্থা সীমিত পর্যায়ে চালু থাকলেও এ ব্যবস্থাকে আরও অধিক কার্যকর করার উপায় নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। কিভাবে তা করা যায় সে ব্যাপারে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকে একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এ কমিটিকে নেপালের সফররত প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনা করে দু'দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। আরও জানা গেছে, বৈঠকে নেপাল তাদের কিছু কৃষিজাত প্রাথমিক পণ্য বাংলাদেশে বাজারজাত করার ক্ষেত্রে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছে। ওই সাব কমিটিকে এই বিষয়টিও পরীক্ষা করে দেখতে বলা হয়েছে।

বৈঠক শেষে এক ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্র সচিব সাংবাদিকদের বলেন, দু'পক্ষই নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি করা এবং বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার ব্যাপারে একমত হয়েছে। তিনি জানান, এই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক বর্তমানে নেপালের অনুকূলে রয়েছে। '৯৮-৯৯ সালে এই অসমতার পরিমাণ ছিল ১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং '৯৯-২০০০ সালে এক দশমিক ২৩ মিলিয়ন ডলার। ঢাকা-কাঠমণ্ডু সরাসরি বাস সার্ভিস চালুর সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন প্রস্তাব কেউ দেয়নি তবে দু'দেশের মধ্যে পর্যটন বৃদ্ধির যে চেষ্টা চলছে তার আওতায় এটি হতেও পারে।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাত

নেপালের সফররত পররাষ্ট্রমন্ত্রী চক্র প্রসাদ বাস্তুলা মঙ্গলবার বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। এ সময় রাষ্ট্রপতি এই দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ককে চমৎকার বলে উল্লেখ করে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তা আরও জোরদার হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।